মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

সংকলন

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে

ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

[কুরআন, সহীহ্ সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনের উক্তির আলোকে]

সংকলন

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ

পিএইচ.ডি. গবেষক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সৌদী আরব

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

تَصْحِيْحُ عَقَائِدِ الغُلَاةِ فِي شَخْصِيَّةِ الرَّسُول ﷺ

[فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ سَلَفِ الأُمَّة]

تَألِيْف

عَبْدُ الْبَصِيْر بِنْ نَوْشَاد

সংকলন

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ

মোবাইল: ০০৯৬৬৫৪১১১২১৪৩

ইমেল: abdulbasir27@gmail.com

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০২০ ঈসায়ী

॥ সর্বস্বত্ব সংকলকের ॥

ISBN: 978-984-94952-0-8

নির্ধারিত মূল্য: ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلۡ سُبۡحَانَ رَبِّي هَلۡ كُنتُ إِلَّا بَشَرٗا رَّسُولٗا ﴾

"আপনি বলুন, পবিত্র মহান আমার রব, আমি তো হচ্ছি শুধু একজন মানুষ রাসূল"।

[বনী ইসরাঈল: ৯৩]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"কিয়ামতের দিন আমি হব আদম সন্তানের নেতা"।

[সহীহ মুসলিম: হা/৬০৭৯]

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বিদ‘আতীদের দলিলসমূহের পর্যালোচনা

[مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الْغَالِيْنَ فِيْ خَلْقِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ]

বিষয় **পৃষ্ঠা**

দ্বিতীয় অধ্যায়

বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসে উদ্ভাবিত মাসআলাসমূহের জবাব

[الجَوَابُ عَنِ الْمَسَائِلِ الْمُتَضَمِّنَةِ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَوْضُوْعَةِ وَالضَّعِيْفَةِ]

বিষয় .... **পৃষ্ঠা**

বিষয় **পৃষ্ঠা**

তৃতীয় অধ্যায়

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জানাযা, দাফন ও কবর যিয়ারত

[جَنَازَةُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَدَفْنُهُ وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ]

বিষয় .... **পৃষ্ঠা**

লেখক পরিচিতি

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ ১৯৮৮ সালের ৫ই মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত দুরশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তবে জন্মের দু'বছরের মাথায় স্বপরিবারে নওগাঁ জেলার পোরশা থানার অন্তর্গত কোচন্না গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানেই স্থায়ী হন।

■ **শিক্ষা:**

শিক্ষায় হাতে খড়ি পিতার কাছে। প্রাইমারি শিক্ষা দুবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ নওগাঁ জেলার অন্তর্গত নিয়ামতপুর থানার 'মাকলাহাট দারুল কুরআন ইসলামিয়া' মাদ্রাসায়। উচ্চতর শিক্ষা অর্জন একই থানার 'রসূলপুর রহমানিয়া মাদ্রাসা' থেকে।

অতঃপর আরবী ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ঢাকা গমন করেন। 'ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা'র অধীনে 'হায়্যার ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠান থেকে আরবী ভাষা ও ইসলামী শরীয়ার উপর **হায়্যার ডিপ্লোমা** ডিগ্রি অর্জন এবং **সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকার করেন**। এ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য 'রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত' তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা-গাজীপুরে) আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করেন। এ সময় শিক্ষকতার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতী মিশনেও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

■ **উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ সফর:**

২০০৪ সালে সৌদী সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ইসলামী বিদ্যাপীঠ 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' পাড়ি জমান। সেখানে দাওয়াহ এন্ড থিওলজী অনুষদে ২০০৮ খৃ. কৃতিত্বের সাথে (**ফার্স্ট ক্লাস**) পেয়ে **অনার্স** সমাপ্ত করেন এবং মাস্টার্স করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অতঃপর ২০১৪ খৃ. 'দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক কালচার' বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে **মাস্টার্স ও এমফিল** ডিগ্রী অর্জন করেন এবং মেধার স্বাক্ষর রেখে **(ফার্স্ট ক্লাস ফোর্থ)** হওয়ার

গৌরব অর্জন করে পুরস্কৃত হন। এমফিলের বিষয় ছিল: (الدَّعْوَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي بَنْغَلَادِيْش: مُعَوِّقَاتُهَا وَسُبُلُ عِلَاجِهَا) 'বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ: প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার'।

অতঃপর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণার গৌরব অর্জন করেন এবং مَنْهَجِيَّةُ الدُّكْتُوْرَاه (কোর্স ওয়ার্ক অব পিএইচ.ডি) তে বিশ্ববিদ্যালয়ের **সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হন**। তার পিএইচ.ডি থিসিসের বিষয় ছিল: (تَعْظِيْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَآثَارُهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الله) 'কুরআনুল কারীমের প্রতি সম্মান ও ইসলামী দাওয়াতে-এর প্রভাব'।

■ একাডেমিক কনফারেন্সসমূহে অংশগ্রহণ:

তিনি গবেষণার পাশাপাশি একাধিক একাডেমিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'সৌদী উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী ষষ্ঠ কনফারেন্স ১৪৩৬ হিজরী, 'আল্লামা আব্দুর রহমান নাসের সাদী-এর ইলমী ও দাওয়াতী ক্ষেত্রে অবদান শীর্ষক কনফারেনন্স, 'একতাবদ্ধ বাস্তবায়ন এবং দলাদলি ও বিভক্তি বর্জন শীর্ষক কনফারেন্স।

■ ইসলামিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ:

তিনি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ববরেণ্য ইসলামিক স্কলার ও স্বনামধণ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রিমাসিক বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। যেমন,

'উলূমুল কুরআন কোর্স' তিন মাস ব্যাপী, 'আক্বীদা বিষয়ক' কোর্স, তিন মাস ব্যাপী (দুইবার), 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ' কোর্স, 'সংলাপে যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ' কোর্স, 'আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা' কোর্স, 'সফল আধুনিক ট্রেন্ড অনুসারে ইসলামী অনুবাদ দক্ষতা' কোর্স, 'বুদ্ধিগত বিচ্যুতির প্রতিহত দক্ষতা ও প্রয়োগ নীতি' কোর্স, 'গবেষণা লেখা ও সূচীকরণ দক্ষতা' কোর্স, 'হাজী সাহেব, উমরা ও যিয়ারতকারীদের সাথে আচরণ দক্ষতা' কোর্স, 'পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের

বুনিয়াদিনীতি ও দক্ষতা' কোর্স, 'আরবি ভাষা ও ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্স' এবং 'হাদীস ও উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত নিবিড় কোর্স'।

■ **বিভিন্ন শাস্ত্রে সনদসহ প্রাপ্ত ইজাযাসমূহ:**

বিশ্ববরেণ্য বহু সংখ্যক আলেম থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রে সনদসহ ইজাযা প্রাপ্ত হয়েছেন, তন্মধ্যে: কুরআনের তাফসীর শাস্ত্রে, হাদীস ও উলূমে হাদীস শাস্ত্রে, আক্বীদা শাস্ত্রে, ফিক্বহ ও উসূলে ফিক্বহ শাস্ত্রে, ইলম-আখলাক এবং নাহু-বালাগাতসহ উক্ত প্রত্যেকটা শাস্ত্রেয় তিনি সনদসহ ইজাযাত প্রাপ্ত হন।

■ **সংকলন ও অনুবাদকৃত গ্রন্থসমূহ:**

■ **বাংলা ভাষায়:**

১. কুরআন হাদীসের আলোকে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জীবন-কাহিনী- ৩০০ পৃ.।

২. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শর্তসমূহ ও ইসলামী দাওয়াতে এর সম্পৃক্ততা- ১০০ পৃ.।

৩. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন- ১৮৯ পৃ.।

৪. তথাকথিত ইরানী ইসলামী বিপ্লবের অন্তরালে- ৮০ পৃ.।

৫. ধর্মীয় বিষয় উপস্থাপনার সালাফী পদ্ধতি- ৩০০ পৃ.।

৬. মদীনা মুনাওয়ারা (অনুবাদ)- ২৪০ পৃ.।

■ **আরবি ভাষায়:** আরবি ভাষায় এ যাবৎ প্রায় নয়টি বই লিখেছেন, তন্মধ্যে-

৭. পিএইচ.ডি. থিসিস (تَعْظِيْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَآثَارُهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الله) ৯৫০ পৃ.।

৮. এমফিল থিসিস (الدَّعْوَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي بَنْغلَادِيْش: مُعَوِّقَاتُهَا وَسُبُلُ عِلَاجِهَا) ১০৫০ পৃ.

৯. (الاسْتِشْرَاق وَالتَّنْصِيْر: مَخَاطِرُهُمَا وَسُبُلُ التَّصَدِّي لَهُمَا) ১৬০ পৃ.।

১০. (فِقْهُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَمَنْهَجُهَا القَوِيْم) ১৮০ পৃ.।

১১. (أَثَرُ العِلْمَانِيَّة عَلَى الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي بَنْغلَادِيْش وَسُبُلُ مُوَاجِهَتِهَا) ১২০ পৃ.।

১২. (شُرُوْطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَلَاقَتُهَا بِالدَّعْوَةِ إِلَى الله) ৮০ পৃ.।

■ **দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ:**

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের পাশাপাশি দাওয়াতী ময়দানেও মুখর ছিলেন। তন্মধ্যে:

১. মদীনা ইসলামিক গাইডেন সেন্টারে ১২ বছর দাঈ হিসেবে দায়িত্ব পালন।

২. বাক্বীউল গারক্বাদে ১২ বছর সরকারী অনুবাদক ও দাঈ হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৩. মদীনা হাইকোর্টে বিভিন্ন মেয়াদে অনুবাদকের দায়িত্ব পালন।

৪. 'খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন হজ্জ-ওমরা গবেষণা ইনস্টিটিউট'-এ গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন ১৪৩৪-১৪৩৬ হিঃ।

৫. সৌদী আরবে বিভিন্ন দাওয়াহ সেন্টারের আহব্বানে প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে অসংখ্য বক্তব্য প্রদান।

৬. বিভিন্ন ইসলামিক গাইডেন সেন্টারের দাওয়াতী কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসা, যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা রক্ষা করা ঈমানের একটি মৌলিক দাবি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴾

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর"[১]।

তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বাধিক ভালোবাসা, যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করা ঈমানে পরিপূর্ণতা আসার অন্যতম শর্ত। এ মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ والِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ হতে সর্বাধিক প্রিয় না হব"[২]।

---

(১) সূরা আল ফাতাহ, আয়াত নং ৯।

(২) সহীহ বুখারী: হা/১৫। সহীহ মুসলিম: হা/১৭৮। বুখারীর শব্দে।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবের হাত ধরে রেখেছিলেন। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

«يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ، وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْآنَ يَا عُمَرُ»

“হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আমার জীবন ছাড়া সবকিছু থেকে আপনি আমার নিকট বেশি প্রিয়। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, হবে না। যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম! যতক্ষণ আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয় না হই। তখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তা এখন হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার কসম! আমার জীবনের চেয়েও আপনি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে উমর! এখন তোমার ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছে”[৩]।

অন্য বর্ণনায় আনাস ইবনে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ»

(৩) সহীহ বুখারী: হা/৬৬৩২।

"এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর সে বলল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি সংগ্রহ করেছ? সে বলল, কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই তোমার হাশর হবে।

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ কথা দ্বারা এত বেশি আনন্দিত হয়েছি যে, আর কোন কিছুতে এত আনন্দিত হইনি। কারণ, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে ভালোবাসি। সুতরাং আমি আশা করি, তাদেরকে আমার ভালোবাসার কারণে কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই থাকব; যদিও আমি তাদের মত আমল করিনি"[(৪)]।

সুতরাং, এটিই হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসা ও সম্মান করার প্রকৃত মাপকাঠি, যাতে প্রতিটি মুমিন তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ হতে এমনকি নিজ প্রাণের চেয়েও যেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অধিক ভালোবাসে এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে।

কিন্তু শয়তানের চক্রান্ত এতই সুদূরপ্রসারী এবং দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী যে, মুমিনের অন্তরে বিভিন্নভাবে সে কুমন্ত্রণা ও প্রভাব বিস্তার করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাই, সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর মাধ্যমে একজন মুমিনকে অতি আগ্রহী ও অতি উৎসাহী করে তুলে এবং এক পর্যায়ে অতিরঞ্জিতের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে হক ও ন্যায়ের পথ থেকে ছিটকে অতিরঞ্জিতের পথ বেছে নেয় এবং সারাটা জীবন সে বাতিল পথেই চলতে থাকে। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল একদল লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বহির্ভূত অনেক বিষয় তাদের মনে-প্রাণে বিশ্বাসের জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য এটা স্বাধিত হয়েছে জাল, বানোয়াট ও দুর্বল

---

(৪) সহীহ বুখারী: হা/৩৬৮৮। সহীহ মুসলিম: হা/৬৮৮১।

হাদীসের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে। এ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের মধ্যে অন্যতম হল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি নূরের সৃষ্টি!! কতক লোকের এ ধারণা যে; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কোনভাবে নূরের সৃষ্টি প্রমাণ করতে পারলেই তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পাবে!! অথচ ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি হওয়ার পরেও নবী-রাসূলগণের সম্মান-মর্যাদা অধিক বেশি। এমনকি তাদের এও বিশ্বাস যে, তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই নাকি সৃষ্টি হত না!! অবশ্য তাঁর জানাযা, দাফন এবং কবর যিয়ারত সম্পর্কেও বিভ্রান্তিকর বহু তথ্য সমাজে বিদ্যমান।

এ সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসামান্য ক্ষতিসাধন থেকে উম্মতকে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাস মুমিনের মাঝে লালন করার মানসিকতায় এ ক্ষুদ্র গবেষণার প্রয়াস। যার শিরোনাম দিয়েছি: **‘মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন’** কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালাফে সালেহীনের উক্তির আলোকে এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছি। সুতরাং, এটি দলিল ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা। আশা করি প্রয়াসটুকু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানপিপাসু পাঠকবৃন্দের ক্ষুধা মেটাবে।

সংকলক

আব্দুল বাসির বিন নওশাদ

পিএইচ. ডি. গবেষক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সৌদী আরব।

মোবাইল: ০০৯৬৬৫৪১১১২১৪৩

ইমেল: abdulbasir27@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি সম্পর্কে বিদ'আতীদের দলিলসমূহের পর্যালোচনা

[مُنَاقَشَةُ أَدِلَّةِ الْغَالِيْنَ فِيْ خَلْقِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ]

- প্রথমত: জাল, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসসমূহ
- দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ উদ্ধৃতির অপব্যবহার